গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮,মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০৩৯.২০১৫-

তারিখঃ----------খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, জনাব তারক সাহা,সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)''অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স এবং ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ''শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প,গোপালগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে অত্র দপ্তরের ৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪০৭ সংখ্যক স্মারকে অসদাচরণের অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়।

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় তিনি লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ০১-২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তিনি বলেন তিনি ভুল করেছেন এবং কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা চান। ভবিষ্যতে এভাবে অননুমোদিত অনুপস্থিতির ঘটনা আর ঘটবে না বলেও অংঙ্গীকার করেন;

যেহেতু, শুনানীতে অভিযুক্তের প্রদত্ত বক্তব্য, নোটিশের জবাব এবং নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,০১-৪-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৯-৫-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৩৯(উনচল্লিশ) দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে তিনি জন্ডিসে আক্রান্ত থাকায় উপস্থিত হতে পারেননি মর্মে উল্লেখ করেন। তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি শুধু একজন বেসরকারী চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করেন। চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র দাখিল করেননি। শুধুমাত্র একটি সনদ দাখিল তার বক্তব্যের যথার্থতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করে না। অন্যদিকে তিনি ১৭-৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ২১-৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) দিন অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকা সত্বেও ২৪-৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অফিসে এসে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিতির ০৫(পাঁচ) দিনের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন। নথি পর্যালোচনায় পূর্বেও তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির নজির আছে মর্মে দেখা যায়। তিনি একজন প্রকল্পভুক্ত কর্মচারী। চাকুরি নিয়মিত নয় এবং থোক বরাদ্দে বেতন চলে । তবে যেহেতু ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না মর্মে তিনি অঙ্গীকার করেন,তাছাড়া তিনি সমাপ্ত প্রকল্পের একজন কর্মচারী এবং চাকুরী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত না হওয়ায় মানবিক কারণে তাকে ''গুরুদণ্ড প্রদানের পরিবর্তে লঘূদণ্ড'' প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব তারক সাহা, সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স) কে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫এর বিধি ৩(বি) অনুসারে অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং একই বিধিমালায় ৪(২) (এ) বিধি মোতাবেক তাকে ''তিরস্কার'' দণ্ড প্রদান করা হলো। একই সাথে ০১-৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৯-৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ এবং ১৭-৫-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৩-৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ তার অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল বিনা বেতনে ছুটি হিসেবে গণ্য করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন-৯৫৫৯৩৮৯।

নং- ৩৪.০১.০০০০.০০৭২৭.০১১.২০১৫-৪১

তারিখঃ ১৪-২-২০১৬খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ

০১। পরিচালক(প্রশাসন ও অর্থ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ(সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর শাস্তির বিষয়টি তার চাকুরি বহিতে লালকালিতে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ করা হলো)।
০৩। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে আদেশের কপিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৪। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিতে কপিটি সংরক্ষণে অনুরোধ করা হলো।
০৫। জনাব তারক সাহা, সহকারী প্রশিক্ষক(ইলেকট্রনিক্স) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,গোপালগঞ্জ।
০৬। অফিস কপি/ গার্ড ফাইল।

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক(শৃংখলা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাক।

Shahidul/E/Realse-250